بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গতকাল ২০শে ফেব্রুয়ারি ছিল, যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দিন হিসেবে পরিচিত। ১৮৮৬ সালের এদিনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়ে এক প্রতিশ্রুত পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাঁর সম্পর্কে এলহামকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশ হলো, **সে ধীমান ও প্রজ্ঞাবান হবে;** এছাড়া এও উল্লেখ রয়েছে যে, **সে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবে**। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এক পুত্র সন্তান দান করেন যার নাম হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ আর তাকে মুসলেহ্ মওউদ বলা হয়ে থাকে। উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীতে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, খোদা তা'লা স্বয়ং তাঁকে অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্তই ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে জ্ঞানগর্ভ, ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক কাজ এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়েছেন যার বিপরীতে বড়ো বড়ো ডিগ্রিধারী লোকদেরকেও শিশুসুলভ মনে হয় আর তাঁর ৫২ বছরের খিলাফতকাল এক্ষেত্রে এক শক্তিশালী প্রমাণ বহন করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য বক্তব্য প্রদান করেছেন, পুস্তকাদি লিখেছেন, প্রবন্ধ রচনা করেছেন আর কুরআনের জ্ঞানের তো কোনো সীমাপরিসীমা-ই নাই। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নানা বিষয়ে সুউচ্চ মানের প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং বক্তব্য প্রদান করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, অর্থনৈতিক ও পৃথিবীর বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাপনা যেমন সমাজতন্ত্র, রাজনীতি, সাম্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামরিক বিষয়াদি ও বিজ্ঞান বিষয়ক এমন গূঢ়তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছেন যা শুনে হতবাক হতে হয়। হুযূর (আই.) বলেন, এখন আমি সেসবের মাঝ থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কিছু প্রবন্ধ ও বক্তৃতার পরিচিতি উল্লেখ করব মাত্র।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর খিলাফতকালের প্রথমাংশে, অর্থাৎ ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯ সালে **তুরস্কের ভবিষ্যৎ এবং মুসলমানদের করণীয়** সম্পর্কিত পর্যালোচনামূলক একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। ধর্মীয় ঐক্যের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার লক্ষ্যে তিনি (রা.) তুরস্কের সরকার ব্যবস্থাকে —যখন তারা বিপদসীমার খুব কাছাকাছি ছিল— অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পথনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, **আমার মতে কোনো মুসলমান শাসককে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে অপসারণ করা বা রাজ্যের মর্যাদা দেয়া এরূপ এক কাজ যা প্রতিটি মুসলমান ফিরকা অপছন্দ করে এবং তাদের কাছে অসহনীয় মনে হয়।** তুরস্কের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি পরামর্শ দিয়ে বলেন, **কেবল সমাবেশের আয়োজন কিংবা বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে কোনো লাভ হবে না আর অর্থ জমা করে বিজ্ঞাপন বা ছোট্ট পুস্তিকা প্রকাশ করেও কোনো লাভ নাই, বরং একটি সুসংগঠিত প্রচেষ্টা যা বিশ্বের সমস্ত দেশে একযোগে চালিয়ে যেতে হবে।** হুযূর (আই.) বলেন, এ বিষয়টি আজও মুসলমানদের ভেবে দেখা উচিত। সে যুগে এটি কেবল তুরস্ক রাষ্ট্রের সাথেই সম্পর্কিত ছিল, বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অধিক হারে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের; বিশেষত আরব বিশ্বের এদিকে মনোযোগ দেয়া উচিত। কেবল ধ্বনি উচ্চকিত করাই বা সভা—সমিতি প্রভৃতি আয়োজন করায় কোনো লাভ নাই, বরং ব্যবহারিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের কারণ বর্ণনা করে এমন পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন তা হলো, **মুসলমানদের উচিত তারা যেন নিজেদের ভুলত্রুটি থেকে তওবা করে খোদা তা'লার প্রতি অবনত হয় এবং নিজেরা ইসলাম অনুধাবন করে আর এর সত্যতা সম্পর্কে অবগত হয় এবং অন্যদের কাছে এর বাণী পৌঁছায়, যাতে সেই অধঃপতন যা এখন মুসলমানদের দিকে ধেয়ে আসছে তা প্রতিহত হয়।** হুযূর (আই.) বলেন, আজও মুসলমানদের এই নীতিই অবলম্বন করা উচিত, নতুবা ইসলাম বিরোধী শক্তি মুসলমান দেশগুলোকে চতুর্দিক থেকে কুক্ষিগত করতে থাকবে আর বর্তমানে এমনটিই করে যাচ্ছে।

পুনরায় **১৩ই জুলাই, ১৯২৫ সালে অল পার্টিস কনফারেন্সে** হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি প্রবন্ধ রচনা করে প্রেরণ করেন। তিনি এ প্রবন্ধে ইসলামের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংজ্ঞা তুলে ধরেন। তিনি (রা.) বলেন, **ইসলামের সকল ফিরকার উচিত রাজনৈতিক অঙ্গনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করা। কেননা রাজনৈতিকভাবে মুসলমানরা যদি কোনো ফিরকাকে পৃথক করে দেয় তাহলে তারা নিশ্চয়ই অন্য কারো সাথে গিয়ে গাঁটছড়া বাঁধবে।** এরপর তিনি ইসলামের উন্নতি, প্রচার ও প্রসার এবং রাজনৈতিক দৃঢ়তার বিষয়ে কতিপয় মূল্যবান প্রস্তাব ও পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি (রা.) আরো বলেন, **শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একে অপরের ধর্মীয় বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, বিশ্বাসগতভাবে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকের বাক-স্বাধীনতা নিশ্চিত করা উচিত। আমরা যদি এরূপ করতে না পারি তাহলে এটি প্রমাণিত হবে যে, আমাদের মতবিরোধ ধর্মীয় স্বার্থের জন্য নয় বরং ব্যক্তিস্বার্থে।**

ভারতবর্ষে পাকিস্তান ও ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি গোলটেবিল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর মুসলমানদের পক্ষ থেকে এতে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিষয়টি যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে একটি কমিশন গঠন করেছিল যাদের ওপর এ বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব ছিল যে, ভারতের লোকদেরকে পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু অবকাশ দেয়া যেতে পারে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন সময়ে এই কমিশনকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং তাদের কাছে নিজের মতাদর্শ তুলে ধরেছেন। জামা'তের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে, উল্লিখিত কনফারেন্সকে কেন্দ্র করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুসলমানদের দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য অতি দ্রুত একটি প্রবন্ধ রচনা করেন এবং তাদেরকে উপদেশ প্রদান করেন, তারা যেন পারস্পরিক মতবিরোধ ও মতানৈক্য পরিত্যাগ করে এবং জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও একজোট হয়ে কাজ করে; কেবলমাত্র তখনই তারা বিরোধী জাতিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হবে।

তৎকালীন সময়ে **ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে** তিনি (রা.) একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সাইমন কমিশন মুসলমানদের অধিকারের বিষয়গুলো দৃষ্টিপটে রাখেনি। তাই তিনি এই কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এর ত্রুটিগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গোল টেবিল বৈঠকে এটি পেশ করা হয়, যা উপস্থিত বিচক্ষণদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে এবং সবাই এর স্বপক্ষে সমর্থন প্রদানে বাধ্য হয়।

এ সম্পর্কে দিল্লির একটি পত্রিকা লিখেছিল, **আহমদীরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সমর্থন করছে, অথচ অন্যান্য মুসলমানরা তাদের সাথে ভালো আচরণ করেনি।** এরপর যখন পাকিস্তান পৃথক হয়ে

যাবে আর মুসলমানরা তাদের সাথে তদ্রুপ আচরণ করবে যেমনটি কাবুলে তাদের সাথে করা হয়েছে তখন আহমদীরা বলবে, আমাদেরকে ভারতে জায়গা দাও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৬ই মে, ১৯৪৫ সালে মাগরিবের নামাযের পর এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, **আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, আমরা নির্যাতিতদের সাহায্য করব, যদি তারা আমাদেরকে হত্যা করে কিংবা কষ্ট দেয় তবুও। আমাদের শত্রুরা যদি আমাদের সাথে অন্যায়-অবিচার করে তথাপিও আমরা ন্যায়সম্মত ব্যবহার করব।** বর্তমানেও অনেকে এই প্রশ্ন করে যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কেন পাকিস্তান পৃথকীকরণে সমর্থন করেছেন? এই বক্তব্যটি হলো তাদের প্রশ্নের উত্তর। সে সময় মুসলমানদেরকে সাহায্য করা প্রয়োজন ছিল আর জামা'ত সর্বাবস্থায় মুসলমানদের সাহায্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করে।

পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যেখানে লাহোরের বড়ো বড়ো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন আর তারা এই বক্তব্য শুনে ইতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এছাড়া **পাকিস্তানে ইসলামী আইনপ্রণালী** কীরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কেও তিনি (রা.) নিজের অভিব্যক্তি ও মতামত প্রকাশ করেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ সালে লিফলেট আকারে তাঁর যে বক্তব্যটি প্রকাশিত হয় সেখানে তিনি সবিস্তারে আলোকপাত করেন যে, **পাকিস্তানের সংবিধান যেখানে মুসলমানরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ, এতে যদি এমন একটি বিধান লিপিবদ্ধ করে যে, পাকিস্তানের ভূখণ্ডে মুসলমানদের জন্য কুরআন-সুন্নত অনুসারে আইন প্রণয়ন করা হবে; এর বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা বৈধ হবে না তাহলে সরকারের পদ্ধতিটি ইসলামিক হলেও এর ভিত্তি সম্পূর্ণ ইসলামিক হবে না এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও তা পালনে বাধ্য করা হবে না।** এভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তিনি (রা.) পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৬টি মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেছিলেন।

এছাড়া হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রাশিয়া এবং তৎকালীন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার পোল্যাণ্ডে অনুপ্রবেশের বিষয়টি পর্যালোচনা করে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নের প্রতিও তাঁর গভীর দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তাঁর আরো বেশকিছু প্রবন্ধ রয়েছে। এছাড়া তাঁর বহুল পরিমাণে ধর্মীয় পুস্তকাদি, কুরআনের বিশাল তফসীর, জুমুআর খুতবা ও জলসার বক্তৃতা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বক্তব্যের এক বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) রচিত কুরআনের তফসীর যা পূর্বে ১০ খণ্ডে তফসীরে কবীর আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন আরো কিছু নোট পাওয়া গেছে, ফলে সেগুলো প্রকাশ করায় এটি এখন পনেরো খণ্ডে দাঁড়িয়েছে। তবে, আরো কিছু সূরার অপ্রকাশিত নোট রয়েছে, সেগুলোর সংকলন কাজও চলছে আর সেগুলো প্রকাশ করা হলে এটি ৩০ খণ্ডে উপনীত হবে আর এর মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে প্রায় ত্রিশহাজার। কাজেই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে যে ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ তা'লা করেছেন তা সবদিক থেকে হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের সত্তায় পূর্ণতা লাভ করেছে। আমাদের উচিত তাঁর বইপুস্তক পাঠ করা এবং এথেকে লাভবান হওয়া। এছাড়া আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা এ যুগে এসে সত্যায়িত হচ্ছে; এগুলো থেকে আমাদের লাভবান হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ

রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)